#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

01st Jun to 06th Jun 2026

RICE IAS

INDEX

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** **01**
   1.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা 01
      1.1.1. ভাষাগত শালীনতা এবং ত্রি-ভাষা নীতি 01
   1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 04
      1.2.1. সংযোগ ও ভূরাজনীতির সন্ধিক্ষণে আইএমইসি (IMEC) 04
   1.3. স্বাস্থ্য 06
      1.3.1. ভারতে যক্ষ্মা নির্মূলে উদ্ভাবনী কৌশলের প্রয়োজনীয়তা 06

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** **11**
   2.1. অর্থনীতি 11
      2.1.1. ভূমি একত্রীকরণ: ভারতের ভূমি অধিগ্রহণ সমস্যার একটি বাস্তবসম্মত সমাধান 11
   2.2. পরিবেশ 13
      2.2.1. ভারতের জলবায়ু রূপান্তরের অর্থায়ন: ঘাটতি ও আগামী দিনের পথ 13
   2.3. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা 17
      2.3.1. মাওবাদ-উত্তর পর্ব: আদিবাসীদের আস্থা অর্জনই এখন প্রকৃত চ্যালেঞ্জ 17

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM

IAS 10-Month GS PCM

Degree + IAS

Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. ভাষাগত শালীনতা এবং ত্রি-ভাষা নীতি

প্রেক্ষাপট

২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে CBSE স্কুলে Class 9-এর জন্য ত্রি-ভাষা নীতি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন চেয়ে ভারতের **সুপ্রিম কোর্ট** কেন্দ্রীয় সরকার, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-কে নোটিশ জারি করেছে। আবেদনকারীরা সাংবিধানিক, প্রশাসনিক এবং শিক্ষাগত উদ্বেগ উল্লেখ করে এই নীতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

ভারতে ত্রি-ভাষা নীতির বিবর্তন (Evolution of the Three-Language Policy in India)

- **সাংবিধানিক ভিত্তি** (Article 351): ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি **হিন্দি ভাষার বিকাশ** এবং এর ব্যাপক ব্যবহারকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব কেন্দ্রের ওপর অর্পণ করে।
- **কোঠারি কমিশন** (1964–66): জাতীয় সংহতি এবং বহুভাষিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য **ত্রি-ভাষা পদ্ধতির** সুপারিশ করেছিল, যা পরবর্তীতে শিক্ষা নীতিকে প্রভাবিত করে।
- **জাতীয় শিক্ষানীতি, 1968:** স্কুল স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে **আঞ্চলিক ভাষার** ওপর জোর দিয়েছিল এবং উচ্চশিক্ষায় সেগুলির ব্যাপক ব্যবহারকে উৎসাহিত করেছিল।
- **অ্যাকশন প্রোগ্রাম, 1992** (Programme of Action, 1992): প্রারম্ভিক শৈশব এবং প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষায় **মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা** ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছিল।
- **শিক্ষা অধিকার আইন, 2009** (Right to Education Act, 2009): শিক্ষার ফলাফল উন্নত করার জন্য, যেখানেই সম্ভব, স্কুলে **মাতৃভাষা-ভিত্তিক শিক্ষার** সুপারিশ করেছিল।
- **জাতীয় শিক্ষানীতি, 2020** (NEP 2020): ভিত্তিমূলক শিক্ষা এবং বহুভাষিকতাকে শক্তিশালী করতে পছন্দানুযায়ী Grade 8 পর্যন্ত ঘরের ভাষা, স্থানীয় ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে সওয়াল করে।

সাংবিধানিক ও আইনি উদ্বেগ (Constitutional & Legal Concerns)

- **ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা:** ভাষার পছন্দ ব্যক্তিগত পরিচয় এবং **সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির** সাথে জড়িত।
- **স্বায়ত্তশাসন এবং বহুত্ববাদের উদ্বেগ:** বাধ্যতামূলক ভাষা শিক্ষা ব্যক্তিগত পছন্দ এবং ভারতের **ভাষাগত বৈচিত্র্যকে** দুর্বল করতে পারে।
- **NEP-এর নমনীয়তার প্রতিশ্রুতি:** এই নীতিটি NEP 2020-এর সেই আশ্বাসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয় যেখানে বলা হয়েছিল যে **কোনো ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে না**।
- **CBSE-র আইনি কর্তৃত্ব:** সংসদীয় সমর্থন ছাড়া CBSE এই ধরনের একটি বড় সংস্কার কার্যকর করতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
- Article 21A **(শিক্ষার অধিকার):** শিক্ষানীতিগুলির উচিত সুলভ এবং **শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষা** নিশ্চিত করা।

- Article 29 **(সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অধিকার):** নাগরিকদের নিজস্ব ভাষা ও **সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণের** অধিকার রক্ষা করে।
- **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো:** শিক্ষা যেহেতু **যুগ্ম তালিকার** (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত; তাই ভাষা নীতিতে রাজ্যগুলির অংশীদারিত্ব রয়েছে।

নীতির পক্ষে যুক্তি (Arguments in Favour of the Policy)

- **বহুভাষিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে:** শিক্ষার্থীদের একাধিক ভাষায় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন অঞ্চল ও সংস্কৃতির মধ্যে **যোগাযোগের উন্নতি** ঘটায়। এটি একটি বৈচিত্র্যময় সমাজে ভাষাগত অভিযোজনযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
- **জ্ঞানীয় দক্ষতা** (Cognitive Skills) **বাড়ায়:** একাধিক ভাষা শেখা স্মৃতিশক্তি, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনা এবং **সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাকে** শক্তিশালী করে। এটি মানসিক নমনীয়তা এবং শেখার ক্ষমতাও উন্নত করে।
- **ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষা করে:** শিক্ষার্থীদের ভারতের বহুভাষিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূল্যায়ন করতে উৎসাহিত করে। এটি **আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে রক্ষা করতে** সাহায্য করে এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে শক্তিশালী করে।
- **জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করে:** বিভিন্ন ভাষাগত পটভূমি এবং অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে। এটি **বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য** এবং সামাজিক সংহতিকে শক্তিশালী করে।
- **বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা বাড়ায়:** বহুভাষিক দক্ষতা একটি আন্তঃসংযুক্ত বৈশ্বিক অর্থনীতিতে **কর্মসংস্থান এবং যোগাযোগের** উন্নতি ঘটায়। এগুলি শিক্ষা, ব্যবসা এবং কূটনীতিতে অভিযোজনযোগ্যতাও বৃদ্ধি করে।

প্রধান চ্যালেঞ্জ, সমালোচনা এবং বৃহত্তর সমস্যাসমূহ (Key Challenges, Criticisms & Broader Issues)

- **প্রশাসনিক এবং পরিকাঠামোমূলক ঘাটতি:** শিক্ষকের অভাব, পাঠ্যপুস্তকের ঘাটতি এবং স্কুলের **অসম প্রস্তুতি** কার্যকর বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
- **অতিরিক্ত একাডেমিক বোঝা:** অতিরিক্ত ভাষার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার্থীদের ওপর **মানসিক চাপ বাড়িয়ে** দিতে পারে এবং শেখার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে।
- **যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং ভাষাগত সংবেদনশীলতা:** ভাষার রাজনীতি এবং জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার অনুভূতি **কেন্দ্র-রাজ্য উত্তেজনা** এবং আঞ্চলিক প্রতিরোধের জন্ম দিতে পারে।
- **চাপিয়ে দেওয়া এবং অতি-কেন্দ্রীয়করণের উদ্বেগ:** বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন পছন্দকে সীমিত করতে পারে এবং শিক্ষায় **রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনকে** ক্ষুণ্ণ করতে পারে।
- **নীতির অসঙ্গতি এবং রাজনীতিকরণ:** আকস্মিক নীতি পরিবর্তন বিশ্বাস হ্রাস করার ঝুঁকি তৈরি করে এবং শিক্ষাকে একটি **সাংস্কৃতিক যুদ্ধক্ষেত্রে** পরিণত করতে পারে।

ভাষা শিক্ষায় বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন (Global Best Practices in Language Education)

- **নমনীয় বহুভাষিক মডেল (কানাডা/সুইজারল্যান্ড):** ভাষা শিক্ষা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সাথে জাতীয় সংহতির ভারসাম্য বজায় রাখে, যা প্রদেশ/ক্যান্টনগুলিকে ভাষার পছন্দে **নমনীয়তার সুযোগ** দেয় এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষা করে।
- **মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (ফিনল্যান্ড/সিঙ্গাপুর):** প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শেখানো হয় যাতে **শিক্ষার ফলাফল, সাংস্কৃতিক পরিচয়** এবং জ্ঞানীয় বিকাশ উন্নত হয়।

- **পর্যায়ক্রমিক এবং পরামর্শমূলক বাস্তবায়ন (ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি):** একাডেমিক বোঝা এবং প্রতিরোধ এড়াতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, পাঠ্যক্রমের প্রস্তুতি এবং **অংশীজনদের (stakeholder) সাথে আলোচনার** মাধ্যমে ধীরে ধীরে ভাষা সংস্কার চালু করা হয়।

করণীয় পদক্ষেপ (Way Forward)

- **নমনীয় বাস্তবায়ন এবং পছন্দ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি:** রাজ্য এবং স্কুলগুলির ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে **প্রাসঙ্গিক নমনীয়তা** থাকা উচিত, যেখানে কোনো কঠোর ফর্মুলার পরিবর্তে ভারতীয়, ধ্রুপদী এবং বিদেশী ভাষার একটি বৃহত্তর বিকল্প তালিকা (basket) দেওয়া উচিত। এটি ভাষাগত বৈচিত্র্য, স্থানীয় বাস্তবতা এবং শিক্ষার্থীদের পছন্দকে সম্মান জানাবে।
- **কোনো জোরপূর্বক প্রয়োগ নয় এবং স্বেচ্ছায় বহুভাষিকতা:** নীতিটি বাধ্যবাধকতার চেয়ে বরং পছন্দের মাধ্যমে ভাষা শেখার সুযোগকে উৎসাহিত করে **NEP 2020-এর মূল ভাবনার** সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। বহুভাষিকতাকে একটি শিক্ষাগত সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত, কোনো চাপিয়ে দেওয়া বাধ্যবাধকতা হিসেবে নয়।
- **বাস্তবায়নের জন্য 3C ফ্রেমওয়ার্ক (Consensus–Choice–Capacity):** সংস্কারগুলি গড়ে তুলতে হবে: ইন্টার-স্টেট কাউন্সিল (Article 263) বা CABE-র মতো সংস্থাগুলির মাধ্যমে **ঐকমত্য (Consensus)**, নমনীয় ভাষা বিকল্পের মাধ্যমে **পছন্দ (Choice)**, এবং নীতি কার্যকর করার আগে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল কন্টেন্ট ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির মাধ্যমে **ক্ষমতা (Capacity)** বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে।
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি সহ পর্যায়ক্রমিক সূচনা: পর্যাপ্ত শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক এবং ডিজিটাল শিক্ষার সংস্থান নিশ্চিত করার পর বাস্তবায়ন **ধীরে ধীরে** করা উচিত। একটি সুপরিকল্পিত পরিবর্তন বিশৃঙ্খলা কমাতে পারে এবং নীতির কার্যকারিতা বাড়াতে পারে।
- **অংশীজনদের সাথে পরামর্শ এবং সহযোগিতামূলক শাসন (Cooperative Federalism):** বিশ্বাস গড়ে তুলতে এবং কেন্দ্র-রাজ্য উত্তেজনা কমাতে অভিভাবক, শিক্ষক, রাজ্য এবং ভাষাগত বিশেষজ্ঞদের **নীতি প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত** করা উচিত। ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন এর বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।
- **নমনীয় শিক্ষণপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝা কমানো:** নমনীয় মূল্যায়ন ব্যবস্থা, সহজ পাঠ্যক্রমিক একীকরণ এবং কার্যক্রম-ভিত্তিক ভাষা শিক্ষা অতিরিক্ত শিক্ষাগত চাপ প্রতিরোধ করবে। ভাষা শিক্ষাকে **শিক্ষার ফলাফলকে সমর্থন** করতে হবে, শিক্ষার্থীদের ওপর বোঝা চাপাতে নয়।
- **ডিজিটাল এবং AI-চালিত বহুভাষিকতা: ভাষিণী (Bhashini)** এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মতো সরঞ্জামগুলি রিয়েল-টাইম অনুবাদ, ভাষা শিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণকে সহজ করতে পারে। প্রযুক্তি-চালিত বহুভাষিকতা ভাষা শিক্ষাকে একটি প্রশাসনিক বোঝার পরিবর্তে একটি সহজলভ্য এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত দক্ষতায় রূপান্তরিত করতে পারে।

উপসংহার

ভারতের ভাষা নীতিকে অবশ্যই সাংবিধানিক স্বাধীনতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবেদনশীলতা এবং শিক্ষাগত ব্যবহারিকতার সাথে বহুভাষিক আকাঙ্ক্ষার **ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে**। একটি ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত দৃষ্টিভঙ্গি ভাষাগত চাপ সৃষ্টির পরিবর্তে নমনীয়, পরামর্শমূলক এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যদি অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে নকশা করা হয়, তবে বহুভাষিক শিক্ষা **জাতীয় সংহতি, জ্ঞানীয় বৃদ্ধি** এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার একটি হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি বৈচিত্র্যময় এবং জ্ঞান-চালিত ভারতের জন্য ভাষাগতভাবে ক্ষমতায়নপ্রাপ্ত নাগরিক গড়ে তোলা।

Q. "Language policy in education should promote inclusion rather than imposition." Discuss in the context of the three-language formula under the National Education Policy. 15 Marks

1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1.2.1. সংযোগ ও ভূরাজনীতির সন্ধিক্ষণে আইএমইসি (IMEC)

প্রেক্ষাপট

- চলমান **ইরান সংঘাত** বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলিকে উন্মোচিত করেছে। এটি দেখিয়েছে যে কেবল **সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব** এককভাবে কোনো চূড়ান্ত বা নিষ্পত্তিমূলক ফলাফল নিশ্চিত করতে পারে না এবং জটিল বা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথগুলিতে ব্যাঘাত বিশ্ব অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।
- এই সংকটটি একটি বিকল্প সংযোগ নেটওয়ার্ক বা মাধ্যম হিসেবে **ভারত মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (IMEC)**-এর যৌক্তিকতাকে আরও শক্তিশালী করেছে, পাশাপাশি এর সফল বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করতে পারে এমন **ভূ-রাজনীতি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ**গুলিকেও সামনে নিয়ে এসেছে।

আইএমইসি (IMEC) সম্পর্কে: ধারণা, উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং কৌশলগত গুরুত্ব

১. **আইএমইসি (IMEC)-এর ধারণা বোঝা**

- ২০২৩ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত **জি-২০ (G20) সম্মেলন** চলাকালীন একটি প্রধান বহুজাতিক সংযোগ উদ্যোগ হিসেবে ভারত মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (IMEC) ঘোষণা করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য হলো ভারত, পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে **অর্থনৈতিক একীকরণ** (Economic Integration) জোরদার করা।
- **আইএমইসি-র উদ্দেশ্য:** এটি রেলওয়ে, বন্দর, মহাসড়ক, জ্বালানি পাইপলাইন, আন্ডারসি (সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে) হাই-স্পিড ডেটা কেবল, **গ্রিন হাইড্রোজেন করিডোর** এবং ট্রান্সন্যাশনাল (আন্তঃরাষ্ট্রীয়) বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিডকে একটি সমন্বিত সংযোগ কাঠামোর মধ্যে যুক্ত করে। এর মাধ্যমে ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE), সৌদি আরব, জর্ডান, ইসরায়েল এবং ইউরোপের মধ্যে সংযোগ তৈরি হবে।
- প্রথাগত পরিবহন করিডোরের বিপরীতে, IMEC-কে একটি ব্যাপক **অর্থনৈতিক করিডোর** (Comprehensive Economic Corridor) হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে যা একই সাথে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সংযোগ, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

২. **আইএমইসি (IMEC)-এর কাঠামো**

- **পূর্ব বিভাগ (Eastern Section):** পূর্ব বিভাগটি সামুদ্রিক লিঙ্কের (Sea Route) মাধ্যমে ভারতকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) সাথে সংযুক্ত করে।
- **মধ্য বিভাগ (Central Section):** মধ্য বিভাগটি সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, জর্ডান এবং ইসরায়েলের মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি স্থলপথ (Overland Route) নিয়ে গঠিত, যা ইসরায়েলের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত **হাইফা বন্দরে (Port of Haifa)** গিয়ে শেষ হয়।
- **পশ্চিম বিভাগ (Western Section):** পশ্চিম বিভাগটি একটি সমুদ্র-ভিত্তিক পথ যা হাইফা বন্দরকে ইউরোপের প্রধান বন্দরগুলির সাথে সংযুক্ত করে, যেখান থেকে ইউরোপের বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থা পরবর্তী সংযোগ সহজতর করে।

৩. **আইএমইসি (IMEC)-এর কৌশলগত গুরুত্ব**

- **কৌশলগত চোক পয়েন্টের ওপর নির্ভরতা হ্রাস:** IMEC একটি বিকল্প সংযোগ পথ প্রদান করে যা **সুয়েজ খাল** (Suez Canal)-এর মতো সংবেদনশীল বা ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্য পথগুলির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেয়।

- **বৈশ্বিক সংযোগ উদ্যোগের পরিপূরক:** এই করিডোরটি **ইন্টারন্যাশনাল নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডোর** (INSTC) এবং চীনের **বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ** (BRI)-এর মতো প্রধান প্রকল্পগুলির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে, যা বৈশ্বিক বাণিজ্য নেটওয়ার্ককে বহুমুখী করতে চায়।
- **ভূ-রাজনৈতিক ব্যাঘাতের বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি:** ইরান সংঘাত স্থিতিস্থাপক (Resilient) এবং **বহুমুখী বাণিজ্য করিডোর** (Diversified Trade Corridors) গড়ে তোলার গুরুত্বকে পুনর্ব্যক্ত করেছে, যা বৈশ্বিক বাণিজ্যের ওপর ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও ব্যাঘাতের প্রভাবকে সর্বনিম্ন করতে পারে।

কেন ইরান সংঘাত আইএমইসি (IMEC)-এর প্রাসঙ্গিকতা বাড়িয়ে দিয়েছে?

১. আধুনিক যুদ্ধের বিবর্তনশীল প্রকৃতি

- ইরান সংঘাত প্রমাণ করেছে যে কেবল **সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব** বিজয়ের গ্যারান্টি দিতে পারে না; কারণ **স্থিতিস্থাপকতা (Resilience)** এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ শক্তিশালী প্রতিপক্ষকেও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে।
- এটি অভিযোজনযোগ্যতা, **কৌশলগত সহনশীলতা** (Strategic Endurance) এবং **অপ্রতিসম যুদ্ধ** (Asymmetric Warfare)-এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে তুলে ধরেছে, যেখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলো উদ্ভাবনী ও অপ্রচলিত কৌশলের মাধ্যমে শক্তিশালী দেশগুলোর ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে পারে।
- এই সংঘাত আধুনিক যুদ্ধের এমন এক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যেখানে নমনীয়তা এবং **কৌশলগত উদ্ভাবন** উন্নত অস্ত্র ও সামরিক শক্তির মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

২. বৈশ্বিক 'চোক পয়েন্ট' (Choke Points)-এর চরম গুরুত্ব

- **হরমুজ প্রণালী** (Strait of Hormuz), যার মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তেল সরবরাহ হয়, সেটির অচলাবস্থা জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক 'চোক পয়েন্ট' বা সংকীর্ণ সামুদ্রিক পথগুলোর কৌশলগত গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।
- এই সংকট ভারতের মতো **তেল আমদানিকারক দেশগুলোর** দুর্বলতাকে উন্মোচিত করেছে এবং বিকল্প বাণিজ্যিক পথ, **বৈচিত্র্যময় সরবরাহ শৃঙ্খল** (Diversified Supply Chains) এবং সংবেদনশীল সামুদ্রিক পথের ওপর নির্ভরতা কমানোর প্রয়োজনীয়তাকে জোরালো করেছে।

আইএমইসি (IMEC)-এর সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং সংঘাতজনিত ঝুঁকি

- গাজা এবং ইরানে চলমান সংঘাত প্রস্তাবিত করিডোরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে প্রভাবিত করেছে, যা এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
- আইএমইসি-র একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট হাব **হাইফা বন্দর** (Port of Haifa) নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, অন্যদিকে পারস্য উপসাগরীয় অবকাঠামোর ওপর হামলা করিডোরের পূর্ব অংশের দুর্বলতাগুলোকে সামনে এনেছে।

২. অংশীদারদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য

- অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ আইএমইসি-র জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) মধ্যে স্বার্থের পার্থক্য নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়কে প্রভাবিত করতে পারে। যেহেতু আইএমইসি একাধিক দেশের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল, তাই **আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা** এর সফল বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

একটি স্থিতিস্থাপক ও নমনীয় আইএমইসি (IMEC) গড়ার পথ

ক) **বিকল্প 'ইস্টার্ন গেটওয়ে' (Eastern Gateways) তৈরি করা:** ওমানের **সালালাহ, দুকুম এবং মাস্কাট** বন্দরগুলোর উন্নয়ন করলে হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরতা কমবে এবং আঞ্চলিক সংঘাতের সময় করিডোরের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পাবে।

খ) **বিকল্প পশ্চিম পথ হিসেবে মিশরকে ব্যবহার:** হাইফা বন্দর পুরোপুরি নিরাপদ ও সচল না হওয়া পর্যন্ত **মিশর** একটি কার্যকর বিকল্প পশ্চিম পথ হিসেবে কাজ করতে পারে। সুয়েজ খাল অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্প হাবসহ মিশরের বিদ্যমান অবকাঠামো তাকে একটি শক্তিশালী অংশীদার করে তোলে।

গ) **কূটনৈতিক সমন্বয় বৃদ্ধি:** ভারতের উচিত সৌদি আরব ও আমিরাতের সাথে তার সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ইতালি ও ফ্রান্সের উচিত বিনিয়োগ ও কৌশলগত সমন্বয়ের মাধ্যমে এই করিডোরকে সমর্থন করা।

ঘ) **একটি নমনীয় সংযোগ কাঠামো গঠন:** আইএমইসি-কে একটি **নমনীয় ও অভিযোজনযোগ্য সংযোগ কাঠামো** হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে বিকল্প পথ এবং ট্রানজিট নোড থাকবে। তবে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হিসেবে মূল 'আমিরাত-সৌদি-জর্ডান-ইসরায়েল-হাইফা' পথটিকেই বজায় রাখতে হবে।

উপসংহার

ইরান সংঘাত এটি স্পষ্ট করেছে যে, বৈশ্বিক সংযোগের জন্য আইএমইসি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে এর বাস্তবায়ন আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। তাই, আইএমইসি-র সাফল্য কেবল অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর নয়, বরং **কূটনীতি**, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং **কৌশলগত নমনীয়তার (Strategic Flexibility)** ওপর নির্ভর করবে। সঠিক অংশীদারিত্ব এবং বহুপাক্ষিক সমর্থনের মাধ্যমে আইএমইসি ভারত, পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপকে সংযোগকারী একটি প্রধান করিডোর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

Q. The Iran conflict has highlighted both the necessity and challenges of the India Middle East Europe Economic Corridor (IMEC). Discuss (15 Marks)

1.3. স্বাস্থ্য

1.3.1. ভারতে যক্ষ্মা নির্মূলে উদ্ভাবনী কৌশলের প্রয়োজনীয়তা

প্রেক্ষাপট

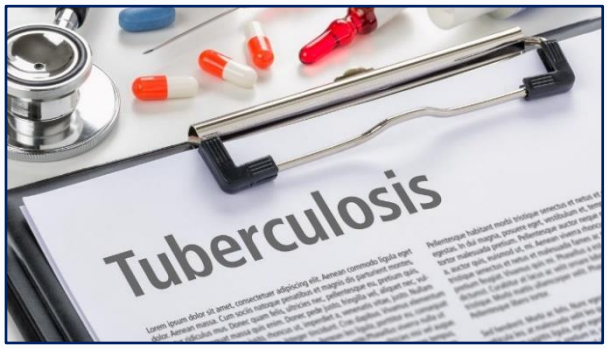

- **বাসিলাস ক্যালমেট-গেরিন (BCG)** ভ্যাকসিন আবিষ্কারের এক শতাব্দীরও বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও, **যক্ষ্মা (TB)** বিশ্বের অন্যতম মারাত্মক সংক্রামক রোগ হিসেবে রয়ে গেছে। এটি ভারতের মতো নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে (LMICs) তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি প্রভাব ফেলছে।
- সাম্প্রতিককালে, **'PreVenTB' ট্রায়ালের** ফলাফল নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক টিকাদান কৌশলের সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছে। এটি যক্ষ্মা নির্মূল করার জন্য একটি ব্যাপক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করেছে—যা **টিকাদান (Vaccination)**, **প্রাথমিক সনাক্তকরণ (Early Detection)**, **প্রতিরোধমূলক থেরাপি (Preventive Therapy)** এবং **পুষ্টিগত সহায়তার (Nutritional Support)** সমন্বয়ে গঠিত।

ভারতে যক্ষ্মা কেন একটি বড় জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ?

ক. যক্ষ্মা সংক্রমণের জটিল প্রকৃতি (Complex Nature of TB Infection)

- যক্ষ্মা সংক্রমণ কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে না, যার ফলে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- **মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস** (Mycobacterium tuberculosis) জীবাণুর সংস্পর্শে আসার পর, কিছু মানুষের মধ্যে কোনো উপসর্গ দেখা যায় না (Asymptomatic), কেউ কেউ সুপ্ত সংক্রমণে (Latent Infection) ভোগেন, আবার কেউ কেউ সরাসরি সক্রিয় রোগে (Active Disease) আক্রান্ত হন।
- সক্রিয় যক্ষ্মা মূলত দুটি রূপে দেখা দিতে পারে:

1. **পালমোনারি টিবি** (Pulmonary TB - PTB): এটি ফুসফুসকে আক্রান্ত করে এবং এর মাধ্যমেই রোগটি প্রধানত ছড়ায় (Transmission)।
2. **এক্সট্রাপালমোনারি টিবি** (Extrapulmonary TB - EPTB): এটি ফুসফুস ছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গ যেমন—লিম্ফ নোড (রসিকা গ্রন্থি), হাড়, মস্তিষ্ক, কিডনি এবং অন্ত্রকে আক্রান্ত করে।

খ. রোগের উচ্চ প্রকোপ

- **বিশ্বের সর্বোচ্চ যক্ষ্মার প্রকোপ:** বিশ্বের মোট যক্ষ্মা রোগীর প্রায় **২৫% ভারতে** রয়েছে। এছাড়া ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা বা **ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট টিবি** (Drug-Resistant TB) রোগীর সংখ্যাও ভারতে সবচেয়ে বেশি (বিশ্বের মোট সংখ্যার প্রায় **৩২%**)। এর ফলে ভারত এই রোগের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
- **বাস্তব কিন্তু অপর্যাপ্ত অগ্রগতি:** গত প্রায় এক দশকে ভারতে যক্ষ্মার হার প্রায় ২১% কমেছে (প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ২৩৭ থেকে কমে ১৮৭ হয়েছে), যা বৈশ্বিক গতির চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। একই সাথে যক্ষ্মায় মৃত্যুর হার প্রতি লক্ষে ২৮ থেকে কমে ২১-এ নেমে এসেছে। তবে **যক্ষ্মা নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা** অর্জনের জন্য এই অগ্রগতি এখনও যথেষ্ট নয়।
- **একটি পদ্ধতিগত সমস্যা** (Systemic Problem): অনেক নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে যক্ষ্মার হার প্রতি ১,০০,০০০ মানুষের মধ্যে ২০০-৩০০ জন। এই হারকে নির্মূলের স্তরে অর্থাৎ **প্রতি ১,০০,০০০ জনে ১০-২০ জনে** নামিয়ে আনতে গেলে দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা এবং বড় আকারের **জনস্বাস্থ্য বিনিয়োগ** (Public Health Investment) প্রয়োজন।

গ. এক্সট্রাপালমোনারি টিবি (EPTB) **জনিত চ্যালেঞ্জ**

- সুনির্দিষ্ট লক্ষণ না থাকার কারণে ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মা বা EPTB **নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন**।
- এটি প্রায়শই দীর্ঘ সময় ধরে সনাক্ত করা যায় না, যার ফলে গুরুতর জটিলতা তৈরি হয় এবং **চিকিৎসার খরচ** (Healthcare Costs) **বৃদ্ধি পায়**।
- রোগ নির্ণয়ে বিলম্বের কারণে অনেক সময় রোগী **শারীরিক পঙ্গুত্ব** (Disability) বরণ করেন এবং চিকিৎসার ফলাফলও আশানুরূপ হয় না।

ঘ. কেন একটি মাত্র "ওয়ান-শট" ভ্যাকসিন অবাস্তব?

- যেহেতু যক্ষ্মা শরীরের ভেতর বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে, তাই একটি মাত্র ভ্যাকসিন দিয়ে এই রোগের সব রূপ প্রতিরোধ করার আশা করা অবাস্তব। এই ধারণার কারণেই অতীতে বিশ্বজুড়ে বারবার হতাশা তৈরি হয়েছে।
- পূর্ববর্তী বেশিরভাগ ভ্যাকসিন ট্রায়াল বা পরীক্ষা শুধুমাত্র ফুসফুসের যক্ষ্মাকে (Pulmonary TB) লক্ষ্য করে করা হয়েছিল, যার ফলে বিপজ্জনক **এক্সট্রাপালমোনারি রূপটি (EPTB) অনেকটাই পরীক্ষাহীন এবং উপেক্ষিত** থেকে গেছে।

PreVenTB ট্রায়াল: যক্ষ্মা টিকাদানে একটি যুগান্তকারী অগ্রগতি

১. ট্রায়াল সম্পর্কে

- **PreVenTB ট্রায়ালটি** ভারতের ১৮টি কেন্দ্রে ICMR **(ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ)** দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। যক্ষ্মা রোগীদের সংস্পর্শে আসা ১২,৭০০-রও বেশি পারিবারিক সদস্যকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
- বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে **পালমোনারি টিবি (PTB)** এবং **এক্সট্রাপালমোনারি টিবি (EPTB)**—উভয়ের বিরুদ্ধে সুরক্ষা মূল্যায়ন করার জন্য এটিই **বিশ্বের প্রথম ফেজ ৩ (Phase III) যক্ষ্মা ভ্যাকসিনের ট্রায়াল**।
- **দুটি ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট (Two Candidates):** এই ট্রায়ালে VPM1002 (একটি একক-ডোজের, পরিবর্তিত BCG-ভিত্তিক ভ্যাকসিন) এবং Immuvac-এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত এবং বিভিন্ন স্তরের সংক্রমণ থাকা মানুষদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যা বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

২. প্রধান ফলাফল: VPM1002

- VPM1002 ভ্যাকসিনটি **সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (SIIPL)** দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি পরিবর্তিত রিকম্বিন্যান্ট BCG (Recombinant BCG) ভ্যাকসিন, যা শরীরে আরও শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immune Response) তৈরি করতে পারে।
- সামগ্রিক গবেষণায় এটি যক্ষ্মার সব রূপের বিরুদ্ধে (PTB এবং EPTB মিলিয়ে) **২১.৪% কার্যকারিতা (Efficacy)** দেখিয়েছে।
- বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এটি এক্সট্রাপালমোনারি টিবি (EPTB)-র বিরুদ্ধে **৫০.৪% কার্যকারিতা** প্রদর্শন করেছে, যা EPTB-র বিরুদ্ধে ভ্যাকসিনের সুরক্ষার প্রথম কোনো বড় প্রমাণ।
- **৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের** মধ্যে যক্ষ্মার সব রূপের বিরুদ্ধে এই ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা **৬৪.৬%-এ** পৌঁছেছে। এটি স্কুলপড়ুয়া শিশুদের জন্য একটি **'বুস্টার ভ্যাকসিনেশন কৌশল'** (Booster Vaccination Strategy) গ্রহণের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে।
- এটি একটি **একক-ডোজের (Single-dose) ভ্যাকসিন** হওয়ায়, বড় আকারে দেশব্যাপী প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর দারুণ পরিচালনগত সুবিধা (Operational Advantages) রয়েছে।

৩. প্রধান ফলাফল: Immuvac

- **ক্যাডিলা ফার্মাসিউটিক্যালস** (Cadila Pharmaceuticals) দ্বারা তৈরি Immuvac ভ্যাকসিনটি **৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের** মধ্যে EPTB-র বিরুদ্ধে **৬০%-এরও বেশি কার্যকারিতা** দেখিয়েছে।
- এটি সুপ্ত যক্ষ্মা সংক্রমণ (Latent TB Infection) থেকে সক্রিয় যক্ষ্মা রোগে (Active Disease) রূপান্তর রোধ করার ক্ষেত্রেও **৬০%-এর বেশি কার্যকারিতা** দেখিয়েছে। এর অর্থ হলো, শরীরে রোগটির বিস্তার এবং সংক্রমণ চক্রকে ভেঙে দিতে এই ভ্যাকসিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. কেন এই ট্রায়ালটি গুরুত্বপূর্ণ?

- **লুকানো মহামারী মোকাবেলা:** ফুসফুস বহির্ভূত বা এক্সট্রাপালমোনারি যক্ষ্মার মামলা ৫০%-এরও বেশি কমিয়ে আনা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি বড় সাফল্য। এটি রোগীর কষ্ট লাঘব করার পাশাপাশি **চিকিৎসার খরচও** (Healthcare Costs) অনেক কমিয়ে দেবে।
- **স্কুলপড়ুয়া শিশুদের সুরক্ষা:** শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ৬০%-এরও বেশি কার্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ভারতে বর্তমানে শৈশবের পর **যক্ষ্মা টিকাদানের কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো নেই**। এই ফলাফল একটি বুস্টার-ডোজ নীতি চালু করার পথ খুলে দিল।

- **পুষ্টির সংযোগ:** গবেষণায় দেখা গেছে যে, কম বডি মাস ইনডেক্স (Low BMI) বা কম ওজনের মানুষের মধ্যে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা দুর্বল ছিল। এটি প্রমাণ করে যে, অপুষ্টিতে ভোগা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্যাকসিন সঠিকভাবে কাজ করার জন্য **পুষ্টিগত সহায়তা (Nutritional Support) আবশ্যিক**।

যক্ষ্মা নির্মূলের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **রোগ নির্ণয় এবং প্রতিরোধে অসম সুযোগ:** গ্রামীণ, আদিবাসী এবং শহরের বস্তি অঞ্চলগুলোতে সুপ্ত (Latent) এবং উপ-ক্লিনিকাল (Subclinical) যক্ষ্মা সনাক্তকরণের আধুনিক সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। ফলে এই রোগ ছড়ানোর একটি 'নীরব উৎস' (Silent Reservoirs) তৈরি হচ্ছে। প্রতিরোধমূলক থেরাপির সুযোগও সব জায়গায় সমান নয়। তাই লক্ষ্যভিত্তিক টিকাদান কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নয়, বরং একটি অপরিহার্য স্তম্ভ।
- **ওষুধ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স:** অসম্পূর্ণ চিকিৎসা এবং অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহারের কারণে **মাল্টিড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট টিবি (MDR-TB)** এবং **এক্সটেনসিভলি ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট টিবি (XDR-TB)**-র বোঝা দিন দিন বাড়ছে। এর চিকিৎসার জন্য দীর্ঘমেয়াদী, ব্যয়বহুল এবং অত্যন্ত বিষাক্ত (Toxic) ওষুধের প্রয়োজন হয়, যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং রোগীকে মাঝপথে চিকিৎসা ছেড়ে দিতে (Treatment Abandonment) বাধ্য করে।
- **সামাজিক দুর্বলতা এবং দারিদ্র্য:** যক্ষ্মা মূলত **অপুষ্টি**, ঠাসাঠাসি বাসস্থান, অস্বাস্থ্যকর আলো-বাতাস, এইচআইভি (HIV), ডায়াবেটিস এবং তামাক ব্যবহারের ওপর ভর করে বেড়ে ওঠে। সামাজিক কুসংস্কার বা **কলঙ্ক (Stigma)**—বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে—চিকিৎসা গ্রহণে বিলম্ব ঘটায় এবং পরিবারের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে সাহায্য করে। তাই শুধু চিকিৎসাগত হস্তক্ষেপ এই রোগ দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়।
- **অর্থায়নের ভঙ্গুরতা:** বৈশ্বিকভাবে যক্ষ্মা দূরীকরণের অর্থায়ন থমকে গেছে, যা এযাবৎকালের অর্জনকে হুমকির মুখে ফেলছে। ভারতকে এখন আন্তর্জাতিক দাতাদের অনিশ্চিত তহবিলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে।
- **নিখুঁত ভ্যাকসিনের ফাঁদ:** একটি মাত্র আদর্শ বা নিখুঁত ভ্যাকসিনের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে আমরা কয়েক দশক পিছিয়ে গেছি। যেখানে মাঝারিভাবে কার্যকর ভ্যাকসিনগুলোকে কৌশলগতভাবে প্রয়োগ করে দ্রুত জনস্বাস্থ্যের সুবিধা পাওয়া সম্ভব। ভারতের **রোটাভাইরাস (Rotavirus)** এবং **কোভিড-১৯ (COVID-19)** ভ্যাকসিনের অভিজ্ঞতা এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

যক্ষ্মা নির্মূলে ভারতের বর্তমান পরিকাঠামো

- **জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচি - NTEP (National TB Elimination Programme):** জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (NHM) অধীনে বাস্তবায়িত এই কর্মসূচিটি Detect–Treat–Prevent–Build (DTPB) কৌশল অনুসরণ করে। এর লক্ষ্য হলো জাতিসংঘের SDG ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রার ৫ বছর আগেই, অর্থাৎ **২০২৫ সালের মধ্যে ভারত থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করা**।
- **প্রধানমন্ত্রী টিবি মুক্ত ভারত অভিযান (Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan):** এই অভিযানের লক্ষ্য হলো যক্ষ্মা নির্মূলের লড়াইকে একটি **'জন আন্দোলন' (Jan Andolan)**-এ পরিণত করা। এর অধীনে **'নি-ক্ষয় মিত্র' (Ni-kshay Mitra)** উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ, এনজিও (NGO), কর্পোরেট সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টিগত, সামাজিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করতে পারে।
- **নি-ক্ষয় পোষণ যোজনা: পুষ্টিগত সহায়তা জোরদার করা (Ni-kshay Poshan Yojana):** এই যোজনার অধীনে যক্ষ্মা রোগীদের মাসিক পুষ্টি সহায়তার পরিমাণ ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে **৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা** করা হয়েছে। এর সাথে অপুষ্টিতে ভোগা রোগীদের জন্য বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য উপাদান (EDNS) সরবরাহ করা হচ্ছে।
- **দেশীয় জনস্বাস্থ্য উদ্ভাবনকে উৎসাহ দেওয়া (Promoting Indigenous Public Health Innovation):** ভারত নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি স্বাস্থ্য উদ্ভাবন গ্রহণে সদিচ্ছা দেখিয়েছে। যেমন—প্রাথমিক পর্যায়েই TrueNat মলিকুলার ডায়াগনস্টিক টেস্টের

ব্যবহার, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় Covaxin-এর জরুরি অনুমোদন এবং প্রাথমিক কার্যকারিতা মাঝারি হওয়া সত্ত্বেও দেশীয় **রোটাভাইরাস ভ্যাকসিনের** প্রবর্তন। এটি ভারতের বাস্তবমুখী এবং উদ্ভাবন-চালিত জনস্বাস্থ্য নীতিকে প্রতিফলিত করে।

একটি স্মার্ট যক্ষ্মা নির্মূল কৌশলের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

1. **প্রাথমিক সনাক্তকরণ জোরদার করা:** TrueNat, CBNAAT (GeneXpert) এবং AI **(কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)-চালিত স্ক্রিনিং টুলস** দেশের প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে দিতে হবে। যাতে সুপ্ত ও উপ-ক্লিনিকাল যক্ষ্মা ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা ধরা যায়।
2. **প্রতিরোধমূলক থেরাপির পরিধি বাড়ানো:** যক্ষ্মা রোগীর পরিবারের সদস্য, স্বাস্থ্যকর্মী, ডায়াবেটিস ও এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি এবং কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের বাধ্যতামূলকভাবে Latent TB Preventive Therapy (LTPT) প্রদান করতে হবে।
3. **লক্ষ্যভিত্তিক টিকাদান কর্মসূচি চালু করা:** যেহেতু কোনো একটি একক ভ্যাকসিন সব ধরণের যক্ষ্মা প্রতিরোধ করতে পারে না, তাই একটি বহুমুখী ভ্যাকসিন কাঠামো ব্যবহার করে VPM1002 এবং Immuvac-কে প্রথমে যক্ষ্মা রোগীর পরিবারের সদস্য এবং **৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের** মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে, যেখানে কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি প্রমাণিত হয়েছে।
4. **পুষ্টি ব্যবস্থার একীকরণ:** নি-ক্ষয় পোষণ যোজনাকে আরও বাড়াতে হবে। পুষ্টির অভাব সরাসরি ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়, তাই পুষ্টিগত সহায়তাকে কেবল কল্যাণমূলক কাজ হিসেবে না দেখে একটি **'চিকিৎসাগত হস্তক্ষেপ'** (Medical Intervention) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
5. **ওষুধ প্রতিরোধ ক্ষমতা মোকাবেলা করা:** MDR-TB এবং XDR-TB-র বিস্তার রুখতে কঠোর নজরদারি এবং রোগীদের নিয়মিত ওষুধ খাওয়া নিশ্চিত করার প্রোটোকল কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে।
6. **সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা:** সামাজিক কুসংস্কার দূর করা এবং ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মীদের (যেমন আশাকর্মী) আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। নিখুঁত ভ্যাকসিনের অপেক্ষায় বসে না থেকে কোভ্যাক্সিন বা রোটাভাইরাসের মতো দ্রুত নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

উপসংহার

ভারতের যক্ষ্মা চ্যালেঞ্জ কোনো একটি অলৌকিক ভ্যাকসিনের মাধ্যমে সমাধান হবে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক রোগ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, লক্ষ্যভিত্তিক টিকাদান এবং পুষ্টি সহায়তার একটি স্মার্ট ও সম্মিলিত প্রয়োগ। আজ আমাদের হাতে যে সরঞ্জামগুলো রয়েছে—বিশেষ করে যেগুলো বিপজ্জনক এক্সট্রাপালমোনারি রূপকে প্রতিরোধ করে—সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে ভারত তার উচ্চাভিলাষী নির্মূলের লক্ষ্যকে একটি বাস্তবসম্মত এবং অর্জনযোগ্য জনস্বাস্থ্য সাফল্যে রূপান্তর করতে পারে।

Q. "Tuberculosis in India is as much a social and nutritional disease as it is a medical challenge." Critically examine the key bottlenecks in eliminating TB in India, and suggest an innovative, community-centered roadmap for the future. 15 Marks

***

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. ভূমি একত্রীকরণ: ভারতের ভূমি অধিগ্রহণ সমস্যার একটি বাস্তবসম্মত সমাধান

প্রেক্ষাপট

- ভারতের দ্রুত **নগরায়ণ (Urbanisation)** সড়ক, আবাসন, সরকারি অবকাঠামো, পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধাজনক ব্যবস্থার চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে, এই প্রকল্পগুলির জন্য জমি সুরক্ষিত করা সরকারের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- এই পরিস্থিতিতে, প্রচলিত জমি অধিগ্রহণের একটি ব্যবহারিক এবং **সহযোগিতামূলক বিকল্প** (Collaborative Alternative) হিসেবে **ল্যান্ড পুলিং** (Land Pooling) আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজস্থান সরকারের তাদের প্রথম ল্যান্ড পুলিং প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করে যে, নগর উন্নয়নের জন্য এই মডেলটি একটি **টেকসই সমাধান** (Sustainable Solution) হিসেবে ক্রমেই স্বীকৃতি পাচ্ছে।

ভারতে ভূমি অধিগ্রহণের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি কী?

- **সরকারের ওপর উচ্চ আর্থিক বোঝা:** ২০১৩ সালের **'জমি অধিগ্রহণে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছতার অধিকার, পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন আইন'** (LARR Act, 2013) উচ্চতর ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপনের খরচ বাধ্যতামূলক করার ফলে সরকারের আর্থিক বোঝা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে বড় মাপের অবকাঠামো এবং নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে।
- **ঘন ঘন আইনি বিরোধ এবং মামলা-মোকদ্দমা:** জমি অধিগ্রহণের ফলে প্রায়শই ক্ষতিপূরণ, মালিকানার দাবি এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়। এর ফলে **দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমা** (Prolonged Litigation) এবং আইনি জটিলতা দেখা দেয়, যা বহু বছর ধরে অবকাঠামো প্রকল্পগুলিকে আটকে বা স্থবির করে রাখে।
- **প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক বিলম্ব :** একাধিক অনুমোদন, সমীক্ষা, বিজ্ঞপ্তি এবং অংশীজনদের সাথে আলোচনার কারণে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল হয়ে পড়ে। এটি প্রকল্পের বাস্তবায়নের গতি কমিয়ে দেয় এবং সামগ্রিক **উন্নয়ন ব্যয়** (Development Costs) বৃদ্ধি করে।
- **সামাজিক প্রতিরোধ এবং জনসাধারণের বিরোধিতা: বাধ্যতামূলক জমি অধিগ্রহণকে** (Compulsory Acquisition) প্রায়শই মানুষের জীবিকা এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য একটি হুমকি হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে ভূমির মালিক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তীব্র প্রতিরোধ আসে, যা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে বিলম্বিত বা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পারে।
- **উদ্বাস্তুকরণ এবং সামাজিক বিপর্যয়:** জমি অধিগ্রহণের কারণে অনেক সময় পরিবার ও সম্প্রদায়গুলিকে জোরপূর্বক স্থানান্তরিত হতে হয়। এটি তাদের সামাজিক যোগাযোগ নষ্ট করে, **জীবিকার সুযোগকে** (Livelihood Opportunities) প্রভাবিত করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

ভূমি অধিগ্রহণের বিকল্প হিসেবে ভূমি একত্রীকরণের উপযোগিতা

- **জমির মালিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ:** ভূমি একত্রীকরণ পদ্ধতিতে জমির মালিকরা অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় তাদের জমির একটি অংশ প্রদান করেন। বিনিময়ে তারা উন্নত নাগরিক সুবিধা এবং উচ্চ বাজারমূল্যসহ উন্নত জমির একটি অংশ ফেরত পান।

- **ভারসাম্যপূর্ণ ভূমি বন্টন ব্যবস্থা:** সাধারণত, জমির মালিকরা রাস্তাঘাট, উদ্যান, সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির (EWS) আবাসনের জন্য তাদের জমির প্রায় ২৫% থেকে ৪০% প্রদান করেন। অবশিষ্ট ৬০% থেকে ৭৫% জমি উন্নত অবকাঠামোসহ পুনর্গঠিত প্লট হিসেবে মালিককে ফেরত দেওয়া হয়।
- **নগর পরিকল্পনা প্রকল্প (Town Planning Scheme) - একটি সফল মডেল:** গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত 'টাউন প্ল্যানিং (TP) স্কিম' ভারতে ভূমি একত্রীকরণ পদ্ধতির অন্যতম সফল উদাহরণ।
- **নগর উন্নয়নের সমন্বিত কাঠামো:** এই মডেলটি একই সাথে জমি সংগ্রহ, অবকাঠামো তৈরি এবং ব্যয় восстановления বা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে, যা পরিকল্পিত ও দক্ষ নগরায়ণ নিশ্চিত করে।

ভূমি একত্রীকরণের প্রধান সুবিধাসমূহ

- **অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন:** এই পদ্ধতি জমির মালিকদের কেবল অধিগ্রহণের পাত্র হিসেবে না দেখে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে রূপান্তর করে, যা পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে।
- **সংঘাত হ্রাস এবং ন্যায়সঙ্গত সুবিধা নিশ্চিতকরণ:** এই মডেলের স্বেচ্ছামূলক প্রকৃতি বিবাদ কমিয়ে দেয় এবং অংশীজনদের মধ্যে উন্নয়নের সুফল সমানভাবে বণ্টন নিশ্চিত করে।
- **আর্থিক স্থায়িত্ব:** জমির মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের খরচ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়, ফলে সরকারের ওপর প্রাথমিক বিশাল আর্থিক ব্যয়ের চাপ কমে।
- **উদ্বাস্তুকরণ হ্রাস এবং সামাজিক সংহতি রক্ষা:** এই মডেল মানুষের উচ্ছেদ বা স্থানচ্যুতি হ্রাস করে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক বন্ধন এবং কাঠামো বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- **টেকসই নগর পরিকল্পনা:** ভূমি একত্রীকরণ পরিবেশবান্ধব নগর উন্নয়নে উৎসাহিত করে এবং শহরের সম্প্রসারণ ও অবকাঠামোগত উন্নতি ত্বরান্বিত করে।

ভূমি একত্রীকরণ নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের অভিজ্ঞতা

রাজ্য	অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা
গুজরাট	সবথেকে সফল উদাহরণ; প্রায় ১০০ বছর ধরে এটি চর্চিত হচ্ছে। ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে আহমেদাবাদ, সুরাট ও রাজকোটের মতো শহরগুলিতে ১,০০০ বর্গ কিমি এলাকা এই পদ্ধতিতে উন্নত করা হয়েছে। শক্তিশালী আইনি সমর্থনই এর সাফল্যের চাবিকাঠি।
মহারাষ্ট্র	একসময় এই মডেলটি স্থবির হয়ে পড়লেও বর্তমানে পুনে এবং মুম্বাই মেট্রোপলিটন অঞ্চলে এটি পুনরায় চালু করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে আইনি সংস্কার ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে পুরনো পদ্ধতিকেও কার্যকর করা সম্ভব।
গুয়াহাটি	স্থানীয় বাধা দূর করতে তারা মডেলে পরিবর্তন এনেছে। জমির ডিজিটাল রেকর্ডের অভাব থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান মানচিত্র ব্যবহার করে এবং জমির মালিকদের অবদান কমিয়ে মাত্র ১২-১৫ শতাংশ করে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো হয়েছে।
রাজস্থান	২০১৬ সাল থেকে বিধান থাকলেও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। বর্তমানে তারা জমির মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনছে এবং উন্নয়ন ব্যয়ের একাংশ সরকার বহন করছে যাতে মালিকদের অংশগ্রহণ আরও আকর্ষণীয় হয়।

ভূমি একত্রীকরণের কার্যকর বাস্তবায়নের পথ

- **রাজ্য-ভিত্তিক মডেল গ্রহণ:** তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ এবং দিল্লির মতো রাজ্যগুলিকে তাদের নিজস্ব আইনি ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এই কাঠামো তৈরি করতে হবে, কারণ সব রাজ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম কার্যকর নাও হতে পারে।

- **জনগণের অংশগ্রহণ ও বিশ্বাস তৈরি:** সরকারের উচিত অংশীজনদের সাথে আলোচনা বাড়ানো এবং ভূমি একত্রীকরণের সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।
- **আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ:** সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি বা নিষ্পত্তির জন্য স্পষ্ট আইন ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- **স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ:** গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি।
- **ভূমি রেকর্ড ও শাসন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ:** নির্ভুল ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড এবং উন্নত শাসন ব্যবস্থা বিবাদ কমাতে এবং দ্রুত বাস্তবায়নে সাহায্য করবে।

উপসংহার

ভূমি একত্রীকরণ পদ্ধতিটি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের সংঘাতময় অবস্থান থেকে সরে এসে এমন একটি মডেল তৈরি করে যেখানে জমির মালিক, সম্প্রদায় এবং সরকার—সবাই নগর উন্নয়নের সুফল সমানভাবে ভোগ করে। শক্তিশালী আইনি কাঠামো, স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভূমি একত্রীকরণ ভারতের ভবিষ্যৎ শহর বিনির্মাণে একটি যুগান্তকারী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

Q. Land pooling represents a shift from compulsory acquisition to collaborative urban development. Critically examine the potential of land pooling in addressing India's urban infrastructure needs. 15 Marks

2.2. পরিবেশ

2.2.1. ভারতের জলবায়ু রূপান্তরের অর্থায়ন: ঘাটতি ও আগামী দিনের পথ

প্রেক্ষাপট

- ভারতের **জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান** (NDCs) পূরণের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় **১৬২.৫ ট্রিলিয়ন টাকা (\$২.৫ ট্রিলিয়ন)** এবং ২০৭০ সালের মধ্যে **নেট জিরো** (Net Zero) **নির্গমনের** লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রায় **\$১০.১ ট্রিলিয়ন** বিপুল পুঁজির প্রয়োজন।
- যদিও বর্তমানে বিভিন্ন জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থা উপলব্ধ রয়েছে, তবে মূল challenge বা চ্যালেঞ্জটি হলো এই তহবিলগুলিকে জলবায়ু সুরক্ষামূলক পদক্ষেপে দক্ষতার সাথে চালিত করার জন্য একটি সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক কাঠামো গড়ে তোলা।

জলবায়ু অর্থায়নের ধারণা

ক. **জলবায়ু অর্থায়ন কী? : জলবায়ু অর্থায়ন** (Climate Finance) বলতে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় গৃহীত নানা কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করতে সরকারি, বেসরকারি, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উৎস থেকে সংগৃহীত আর্থিক সংস্থানকে বোঝায়।

- এটি মূলত দুটি প্রধান ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে:

1. **জলবায়ু প্রশমন (Climate Mitigation):** গ্রিনহাউস গ্যাস (GHG) নির্গমন হ্রাস করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ।
2. **জলবায়ু অভিযোজন (Climate Adaptation):** জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের বিরুদ্ধে সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ।

- **জলবায়ু অর্থায়নের উদাহরণ:** নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable energy) প্রকল্প, গ্রিন হাইড্রোজেন (Green hydrogen) মিশন, বৈদ্যুতিক যানবাহন (E-mobility), জলবায়ু-সহনশীল টেকসই কৃষি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ।

খ. ভারতের জন্য জলবায়ু অর্থায়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- **জলবায়ু প্রতিশ্রুতি পূরণ:** ভারতের উচ্চাভিলাষী NDC লক্ষ্যমাত্রা এবং দীর্ঘমেয়াদী নেট জিরো নির্গমনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বড় আকারের পুঁজি প্রয়োজন। এই সবুজ রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থায়ন অপরিহার্য।
- **ভারী শিল্পের সবুজ রূপান্তর (Green Industrial Transition):** ইস্পাত (Steel), সিমেন্ট (Cement), বিদ্যুৎ (Power) এবং সড়ক পরিবহনের মতো 'হার্ড-টু-অ্যাবেট' (Hard-to-abate) খাতগুলি ভারতের সামগ্রিক নির্গমনের সিংহভাগের জন্য দায়ী। এই খাতগুলিতে কার্বন তীব্রতা কমাতে এবং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি (Cleaner Tech) গ্রহণে বিপুল অর্থায়ন প্রয়োজন।
- **জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি (Climate Resilience):** খরা ব্যবস্থাপনা, বন্যা প্রতিরোধ, উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষা এবং টেকসই কৃষির মতো অভিযোজনমূলক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। এটি চরম আবহাওয়া জনিত আর্থ-সামাজিক ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে।
- **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জন:** সবুজ বিনিয়োগ কেবল পরিবেশ রক্ষা করে না, বরং এটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, শক্তি নিরাপত্তা (Energy Security) নিশ্চিত করে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখে।

ভারতের জলবায়ু অর্থায়ন চ্যালেঞ্জের পরিধি

ক. বিশাল পুঁজির প্রয়োজনীয়তা

- প্যারিস চুক্তির অধীনে ভারতের জলবায়ু প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে **১৬২.৫ ট্রিলিয়ন টাকা (\$২.৫ ট্রিলিয়ন)** প্রয়োজন।
- ২০৭০ সালের মধ্যে দেশের 'নেট জিরো' লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে আনুমানিক **\$১০.১ ট্রিলিয়ন** বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে, যা ভারতের বর্তমান মোট জিডিপির (GDP) প্রায় তিন গুণ।

খ. খাত-ভিত্তিক অর্থায়নের চাহিদা

- ভারতের কার্বন নির্গমনের অর্ধেকেরও বেশি অংশের জন্য দায়ী চারটি মূল খাত—ইস্পাত, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ এবং সড়ক পরিবহন। শুধুমাত্র এই খাতগুলির কার্বনমুক্তকরণের (Decarbonization) জন্য ২০২২ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত **\$৪৬৭ বিলিয়ন** মূলধনের প্রয়োজন।

গ. বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের অপর্যাপ্ততা

- উন্নত দেশগুলি প্যারিস চুক্তির অধীনে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য বার্ষিক **\$১০০ বিলিয়ন** অর্থায়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়নি।
- সাম্প্রতিক বাকু (Baku) জলবায়ু সম্মেলনে (COP) সম্মত হওয়া **নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফায়েড গোল (NCQG)** ২০৩৫ সালের মধ্যে বার্ষিক **\$৩০০ বিলিয়ন** সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ভারতসহ অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ এই পরিমাণকে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত মনে করে।
- ফলস্বরূপ, আন্তর্জাতিক সহায়তার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল না থেকে ভারতকে তার জলবায়ু অর্থায়নের সিংহভাগ **অভ্যন্তরীণ উৎস (Domestic sources)** থেকেই সংস্থান করতে হবে।

জলবায়ু অর্থায়ন ট্যাক্সোনমি

- **সংজ্ঞা ও অর্থ:** জলবায়ু অর্থায়ন ট্যাক্সোনমি হলো একটি নির্দিষ্ট **শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো** (Classification framework) যা বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারণ করে কোন কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বিনিয়োগ প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ-বান্ধব, টেকসই বা জলবায়ু-অনুকূল। এটি সরকার, আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ব্যাংক এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অভিন্ন মানদণ্ড (Standard) হিসেবে কাজ করে।
- **প্রত্যাশিত সুবিধাসমূহ (Expected Benefits):**

1. একটি সুনির্দিষ্ট ট্যাক্সোনমি আর্থিক বাজারে স্বচ্ছতা আনবে এবং **বিনিয়োগকারীদের আস্থা** (Investor confidence) বৃদ্ধি করবে।
2. এটি পরিবেশ-বান্ধব ক্ষেত্রগুলিতে অভ্যন্তরীণ এবং প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণ করতে সাহায্য করবে।
3. এটি **গ্রিনওয়াশিং (Greenwashing)** বা পরিবেশ-বান্ধবতার মিথ্যা দাবি প্রতিরোধ করার জন্য একটি কঠোর এবং মানসম্মত আইনি কাঠামো প্রদান করবে।

ভারতের বিদ্যমান জলবায়ু অর্থায়ন ইকোসিস্টেম

- **ক্রমবর্ধমান সবুজ ঋণ বাজার (Green Debt Market):** ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ, ভারত প্রায় **$৫৫.৯ বিলিয়ন** মূল্যের গ্রিন, সোশ্যাল, সাসটেইনেবিলিটি এবং সাসটেইনেবিলিটি-লিঙ্কড (GSS+) ঋণপত্র বা ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করেছে। এটি ২০২১ সালের পর থেকে একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং টেকসই অর্থায়নের প্রতি বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে প্রতিফলিত করে।
- **সোভেরেন গ্রিন বন্ডের ভূমিকা (Sovereign Green Bonds):** ভারত **₹৪৭৭ বিলিয়ন** মূল্যের **সোভেরেন গ্রিন বন্ড** ইস্যু করেছে, যা সবুজ অর্থায়নের ক্ষেত্রে একটি বেঞ্চমার্ক বা মানদণ্ড স্থাপনে সহায়তা করেছে। এই বন্ডগুলি বিনিয়োগকারীদের আস্থা সুদৃঢ় করেছে এবং ভারতের সবুজ অর্থায়ন বাজারের বিকাশে অবদান রেখেছে।
- **আর্থিক উপকরণের প্রাপ্যতা:** ভারতের ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি জলবায়ু অর্থায়ন উপকরণ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে **গ্রিন বন্ড** (Green Bonds), **সাসটেইনেবিলিটি-লিঙ্কড বন্ড** (Sustainability-Linked Bonds), **ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্স মেকানিজম** (Blended Finance Mechanisms), **ট্রানজিশন ফাইন্যান্স ইনস্ট্রুমেন্ট** (Transition Finance Instruments) এবং **ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট** (InvITs)। তবে বর্তমান চ্যালেঞ্জটি হলো এই উপকরণগুলির পরিধি বাড়ানো (Scaling up) এবং এদের মধ্যে সমন্বয় উন্নত করা।

জলবায়ু অর্থায়ন শক্তিশালীকরণে আরবিআই-এর ভূমিকা

- **জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো:** ২০২৫ সালে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) **'ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিস্কস ডিরেকশনস'** চালু করেছে। এর ফলে ব্যাংকগুলির জন্য তাদের ঋণ প্রদান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে জলবায়ু-সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- **প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং (PSL)-এর অধীনে সবুজ কার্যক্রম:** আরবিআই যোগ্য সবুজ কার্যক্রমগুলিকে **প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং (PSL)** বা অগ্রাধিকারমূলক খাত ঋণ-এর আওতাভুক্ত করার অনুমতি দিয়েছে। যেহেতু PSL লক্ষ্যমাত্রা ব্যাংকগুলির ঋণ দেওয়ার আচরণকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করে, তাই এই পদক্ষেপটি টেকসই এবং জলবায়ু-অনুকূল খাতগুলিতে আরও বেশি পরিমাণে ঋণ চালিত করতে পারে।
- **ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন সিস্টেম (CRIS):** ব্যাংকগুলি যাতে জলবায়ু-সম্পর্কিত আর্থিক ঝুঁকিগুলি আরও কার্যকরভাবে মূল্যায়ন এবং পরিচালনা করতে পারে, সেজন্য আরবিআই একটি **ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন সিস্টেম (CRIS)** তৈরি করছে। এটি ঝুঁকি মূল্যায়ন ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে এবং ব্যাংকিং খাতের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করবে।

- **ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রক সংস্কার (Regulatory Reforms):** আগামী দিনে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর জলবায়ু-সম্পর্কিত ধাক্কা বা সংকটের প্রভাব মূল্যায়ন করতে আরবিআই **ক্লাইমেট স্ট্রেস টেস্টিং (Climate Stress Testing)** চালু করতে পারে। এটি **ডিফারেনশিয়েটেড ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টস (Differentiated Capital Requirements)** বা ভিন্নধর্মী মূলধন প্রয়োজনীয়তাও গ্রহণ করতে পারে, যা কার্বন-নিবিড় (Carbon-intensive) খাতে ঋণ প্রদানকে আরও ব্যয়বহুল করবে এবং সবুজ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

ভারতের জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামোর প্রধান ঘাটতিসমূহ

- **জলবায়ু অর্থায়ন ট্যাক্সোনমির অনুপস্থিতি:** কোন কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড "সবুজ" বা পরিবেশ-অনুকূল হিসেবে গণ্য হবে তার স্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকায়, বিনিয়োগকারী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকল্পের যোগ্যতা এবং টেকসইতার মানদণ্ড নিয়ে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়।
- **দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়:** বিদ্যমান জলবায়ু অর্থায়ন উপকরণগুলি প্রায়শই বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে, যার ফলে **প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব** দেখা যায় এবং মূলধন সংগ্রহ ও মোতায়েনের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।
- **সীমিত বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ:** ইস্পাত এবং সিমেন্টের মতো খাতগুলিতে সবুজ প্রযুক্তি এখনও অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বাণিজ্যিকভাবে চ্যালেঞ্জিং হওয়ায় **বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ (Private sector participation)** সীমিত রয়ে গেছে।
- **অপর্যাপ্ত জলবায়ু অভিযোজন অর্থায়ন (Inadequate Climate Adaptation Financing):** জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত সুবিধা প্রদান করলেও সাধারণত এগুলি থেকে সরাসরি আর্থিক রিটার্ন বা লাভ সীমিত আসে। ফলস্বরূপ, জলবায়ু প্রশমন (Mitigation) অর্থায়নের তুলনায় **অভিযোজন অর্থায়ন (Adaptation finance)** অনেক কম মনোযোগ পায়।
- **রাজ্য-স্তরের অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা:** বহু রাজ্যের জলবায়ু অর্থায়ন কার্যকরভাবে পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় **ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা (Borrowing capacity)**, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

আগামী দিনের পথ

- **জলবায়ু অর্থায়ন ট্যাক্সোনমি চূড়ান্ত ও কার্যকর করা:** টেকসই বিনিয়োগের জন্য স্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করতে ভারতের উচিত একটি ব্যাপক **ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ট্যাক্সোনমি** দ্রুত বাস্তবায়ন করা।
- **আরবিআই-এর জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামো শক্তিশালী করা:** আরবিআই-এর উচিত কেবল সবুজ অর্থায়নকে সহজতর করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাধ্যতামূলক ক্লাইমেট স্ট্রেস টেস্টিং এবং ভিন্নধর্মী মূলধন প্রয়োজনীয়তার মতো আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- **জলবায়ু পদক্ষেপের জন্য PSL-এর পরিধি সম্প্রসারণ:** অগ্রাধিকারমূলক খাত ঋণ (PSL) কাঠামোর অধীনে জলবায়ু অভিযোজন এবং প্রশমন প্রকল্পগুলিকে আরও বেশি সহায়তা দেওয়া উচিত।
- **স্টেট ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ফেসিলিটি গঠন:** জলবায়ু অর্থায়নে রাজ্যগুলির প্রবেশাধিকার উন্নত করতে কেন্দ্র সরকার, **নাবার্ড (NABARD)** এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির অংশগ্রহণে একটি ডেডিকেটেড বা নিবেদিত অর্থায়ন ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত।
- **সোভেরেন গ্রিন বন্ড ইস্যু বাড়ানো:** সোভেরেন গ্রিন বন্ডের ইস্যু বাড়ানোর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সবুজ অর্থায়ন বাজারকে আরও গভীর করা এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা সম্ভব।
- **ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্সের প্রসার ঘটানো:** জলবায়ু-সম্পর্কিত খাতগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেসরকারি বিনিয়োগ টানতে সরকারি পুঁজিকে কৌশলগতভাবে **ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্স (Blended Finance)** হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

উপসংহার

ভারতের জলবায়ু অর্থায়নের চ্যালেঞ্জটি মূলত সম্পদের সহজলভ্যতার সমস্যা নয়, বরং এটি **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা** (Institutional capacity) এবং একটি কার্যকর আর্থিক কাঠামোর অভাব। নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে শক্তিশালী করে, জলবায়ু অর্থায়ন ট্যাক্সোনমি চূড়ান্ত করে এবং জাতীয় ও রাজ্য উভয় স্তরে জলবায়ু অর্থায়নের সহজলভ্যতা উন্নত করার মাধ্যমে ভারত তার জলবায়ু প্রতিশ্রুতিগুলিকে সফলভাবে বাস্তব ফলাফলে রূপান্তর করতে পারে।

Q. India requires massive investments to achieve its NDCs and Net Zero target. Discuss the role of climate finance in India's green transition and examine the challenges associated with mobilising and deploying climate finance. 15 Marks

2.3. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

2.3.1. মাওবাদ-উত্তর পর্ব: আদিবাসীদের আস্থা অর্জনই এখন প্রকৃত চ্যালেঞ্জ

প্রেক্ষাপট

- **৩১শে মার্চ, ২০২৬** তারিখে ভারতকে **মাওবাদী-মুক্ত** হিসেবে ঘোষণা করা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রচেষ্টায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর পাশাপাশি, **২০৩১ সালের মধ্যে বাস্তারের** (Bastar) **প্রতিটি বাসিন্দাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার** সরকারি পরিকল্পনাটি সুরক্ষাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উন্নয়ন ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির দিকে একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।
- তবে, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা কেবল কল্যাণমূলক ব্যবস্থা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের (infrastructure development) ওপর নির্ভর করে না; এটি নির্ভর করবে **আদিবাসীদের অধিকার, শাসনব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা** এবং অর্থপূর্ণ জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে **সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নের** মতো কাঠামোগত সমস্যা সমাধানের ওপর।

সুরক্ষা থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দিকে মনোযোগ স্থানান্তর

ক) মাওবাদ-পরবর্তী সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচী

- মাওবাদী সহিংসতার পতনের পর, সরকার প্রত্যন্ত উপজাতীয় অঞ্চলগুলোতে **কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান** (welfare delivery), **রাস্তাঘাট নির্মাণ, মোবাইল সংযোগ** (mobile connectivity) এবং **প্রশাসনিক পরিধি সম্প্রসারণকে** অগ্রাধিকার দিয়েছে।
- সরকার ডেডিকেটেড বা নির্দিষ্ট সেন্টারের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানের পরিধি বাড়াতে এবং বাস্তারের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
- এই পদক্ষেপগুলো উপজাতীয় সম্প্রদায়ের জন্য পরিষেবা লাভ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং **আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা** পাওয়ার পথকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।

খ) দীর্ঘস্থায়ী শান্তিতে উত্তরণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

- কেবল উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলোই ন্যায়বিচার, প্রতিনিধিত্ব এবং **সম্পদের ওপর সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ** সংক্রান্ত উদ্বেগগুলোর সমাধান করতে পারে না।

- সুরক্ষাজনিত চ্যালেঞ্জগুলো হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে, সরকারের কার্যকারিতা কেবল অবকাঠামো তৈরির ভিত্তিতে নয়, বরং **ন্যায়বিচার প্রদান, অধিকার রক্ষা** এবং **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার** (democratic accountability) নিরিখে ক্রমশ বিচার করা হবে।
- আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো তাদের **সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ** (constitutional safeguards) সম্পর্কে দিন দিন আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠছে এবং তারা তাদের অধিকারের আকাঙ্ক্ষা থেকে পিছিয়ে আসবে না। ফলে, অর্থপূর্ণ **প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার** (institutional reforms) এখন অত্যন্ত আবশ্যক।

PESA এবং সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসন

ক) উপজাতীয় শাসনের সাংবিধানিক কাঠামো

- উপজাতীয় শাসনের সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি দুটি সমান্তরাল ধারার ওপর ভিত্তি করে তৈরি: ১. **গ্রামসভার** নেতৃত্বে থাকা **পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান** (PRIs)। ২. সরকারিভাবে নিযুক্ত প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান যেমন— **তহশিলদার** এবং **জেলা শাসক** (District Collector)।
- যদিও এই দুটি ব্যবস্থার একে অপরের পরিপূরক হওয়ার কথা, তবে বাস্তবে প্রায়শই **আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো** নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থাগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

খ) ১৯৯৬ সালের PESA আইনের তাৎপর্য

- **পঞ্চায়েত (তফসিলি এলাকায় সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৯৬** (PESA)-এর লক্ষ্য হলো **পঞ্চম তফসিলিভুক্ত এলাকাগুলোতে** (Fifth Schedule Areas) গ্রামসভাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রে রেখে বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।
- শাসন ও উন্নয়নে উপজাতীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য PESA হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ **সাংবিধানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা**।

গ) গ্রামসভার ক্ষমতা

- আদিবাসী **পরিচয়, আচার-ব্যবহার এবং ঐতিহ্য** রক্ষা করা।
- **সাম্প্রদায়িক সম্পদ** (Community resources) ব্যবস্থাপনা।
- প্রথাগত রীতির মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তি করা।
- জীবন, জীবিকা এবং স্থানীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে **সম্মতি** (Consent) প্রদান।

ঘ) জল, জঙ্গল এবং জমিন: আস্থার ভিত্তি

- আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে জল, জঙ্গল এবং জমি কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ নয়; এগুলো তাদের **পরিচয়, সংস্কৃতি, জীবিকা এবং সামাজিক সংগঠনের** ভিত্তি।
- রাষ্ট্র যেভাবে ভূমির অধিকার, বনজ অধিকার এবং সম্পদের ওপর সম্প্রদায়ের মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করবে, তার ওপরই শেষ পর্যন্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের **আস্থার স্তর** নির্ধারিত হবে।

ঙ) সম্মতি বনাম পরামর্শ

- PESA আইনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো স্থানীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে **গ্রামসভার সম্মতি** (Consent) নেওয়া বাধ্যতামূলক।
- **'পরামর্শ'** (Consultation)-এর মতো নয়, বরং 'সম্মতি' অর্থপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয় এবং সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করে। সম্মতির এই বিধানকে লঘু করার যেকোনো প্রচেষ্টা উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসন এবং তৃণমূল গণতন্ত্রের চেতনাকে দুর্বল করে।

আদিবাসীদের আস্থা অর্জনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **PESA-এর দুর্বল বাস্তবায়ন:** পঞ্চম তফসিলিভুক্ত রাজ্যগুলোতে PESA-এর বাস্তবায়ন অসম প্রকৃতির। রাজ্যগুলো প্রায়শই এই আইনটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করে যা এর মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ করে।
- **গ্রামসভার ক্ষমতা খর্ব করার প্রচেষ্টা:** ছত্তিশগড়ে ২০২২ সালের একটি প্রস্তাবে **'সম্মতি'** শব্দটিকে **'পরামর্শ'** দিয়ে প্রতিস্থাপন করার যে চেষ্টা করা হয়েছিল, তা গ্রামসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে দুর্বল করারই প্রতিফলন।
- **আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য:** প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও শাসন প্রক্রিয়ায় আধিপত্য বজায় রেখেছে, যা নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থাগুলোকে কোণঠাসা করে এবং সম্প্রদায়ের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ হ্রাস করে।
- **গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপব্যবহার:** গ্রামসভার জাল রেজোলিউশন এবং **ভুয়া সম্মতির নথি** তৈরির অভিযোগগুলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
- **ঐতিহাসিক এবং কাঠামোগত ক্ষোভ:** ভূমি থেকে বিচ্যুতি, উচ্ছেদ, সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং শাসনে সীমিত অংশগ্রহণের মতো বিষয়গুলো রাষ্ট্রের প্রতি উপজাতীয়দের ধারণাকে প্রভাবিত করে চলেছে।
- **'নেতিবাচক শান্তি' থেকে 'ইতিবাচক শান্তি':** মাওবাদী সহিংসতার অবসান হলো একটি **নেতিবাচক শান্তি**, যা কেবল সশস্ত্র সংঘাতের অনুপস্থিতিকে বোঝায়। টেকসই বা **ইতিবাচক শান্তি** অর্জনের জন্য প্রয়োজন ন্যায়বিচার, অন্তর্ভুক্তি, মর্যাদা, অধিকার রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ।

সাংবিধানিক শাসনের মাধ্যমে আস্থা শক্তিশালী করার ভবিষ্যতের পথ

- **PESA-এর কার্যকর বাস্তবায়ন:** মাওবাদ-পরবর্তী পর্যায়টি সমস্ত **পঞ্চম তফসিলি এলাকায়** (Fifth Schedule areas) ১৯৯৬ সালের 'পঞ্চায়েত (তফসিলি এলাকায় সম্প্রসারণ) আইন' বা PESA-কে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করার একটি সুযোগ তৈরি করেছে। এর অভিন্ন এবং কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে আরও জোরালো **তদারকি** (Oversight) প্রয়োজন।
- **গ্রামসভার ক্ষমতা রক্ষা করা:** নথিপত্রের কারচুপি বা জালিয়াতি রোধ করতে আইনি সুরক্ষা, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং **স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার** মাধ্যমে গ্রামসভার **'সম্মতি-ভিত্তিক' ক্ষমতাকে** (consent-based powers) সুরক্ষিত করতে হবে।
- **বনজ অধিকার শক্তিশালী করা:** বনভূমি, গৌণ বনজ সম্পদ এবং সম্প্রদায়ের সম্পদের ওপর উপজাতীয় অধিকার নিশ্চিত করতে PESA-এর পাশাপাশি ২০০৬ সালের **বনজ অধিকার আইন** (FRA)-এর কার্যকর বাস্তবায়ন অপরিহার্য।
- **অংশগ্রহণমূলক একীকরণ উৎসাহিত করা:** আদিবাসী সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তির রূপরেখা তৈরির ক্ষমতা দিতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়াটি যেন ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত না হয়ে বরং একটি **অংশগ্রহণমূলক এবং অধিকার-ভিত্তিক প্রক্রিয়া** হয়।
- **প্রশাসনিক পরিধি এবং গণতান্ত্রিক ক্ষমতায়নের মধ্যে ভারসাম্য:** জনকল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান এবং প্রশাসনিক পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি শক্তিশালী **গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান** এবং **সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ** থাকা প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করবে যে, শাসনব্যবস্থা যেন পরনির্ভরশীলতা নয়, বরং ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ এবং **স্বায়ত্তশাসনকে** উৎসাহিত করে।

উপসংহার

বাস্তারে মাওবাদের পরাজয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য, কিন্তু এটি তার আদিবাসী নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বের শেষ নয় বরং শুরু মাত্র। দীর্ঘস্থায়ী শান্তি কেবল **সাংবিধানিক অখণ্ডতা, সম্পদ বণ্টন ও অধিকারের ন্যায়বিচার** (resource justice) এবং প্রকৃত **অংশগ্রহণমূলক শাসনের** ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে পারে। বাস্তারে ভারতের সাফল্যের প্রকৃত পরিমাপ কেবল সংঘাতের অনুপস্থিতি দিয়ে নয়, বরং **আস্থার উপস্থিতির** মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে।

Q. The elimination of Left-Wing Extremism marks only the first step towards peace. Discuss the challenges involved in transforming security gains into sustainable peace and development in tribal regions. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

Click here to watch this video